सायणाचार्यकृता ऋग्वेदभाष्यभूमिका

❑ প্রস্তাবনা :

বেদের উপর যাঁরা ভাষ্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আচার্য সায়ণ অন্যতম। আজ থেকে প্রায় সাতশ বছর আগে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ দিকে 'সঙ্গম' নামে এক রাজবংশ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে রাজত্ব করতেন। সায়ণের আবির্ভাব ঘটেছিল সেই সময়েই। সঙ্গম বংশের রাজা বুক্ক সায়ণাচার্যের বড়ো ভাই মাধবাচার্যকে বেদের উপর ভাষ্যরচনার দায়িত্ব দেন। মাধব আবার সেই দায়িত্ব ন্যস্ত করেন তাঁর মেজো ভাই সায়ণের উপর। ছোটো ভাই-এর নাম ছিল ভোগনাথ। তিনি ছিলেন কাব্যরচনায় বিশেষ নিপুণ। যাইহোক, সায়ণ ভাষ্যরচনার দায়িত্ব পেয়ে প্রথমে কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয়সংহিতা, পরে ঋগ্বেদসংহিতা, তার পরে সামবেদসংহিতা, পরে শুক্ল যজুর্বেদের কাণ্বসংহিতা এবং সবশেষে অথর্ববেদসংহিতার ব্যাখ্যা করেন।

ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা শুরু করার আগে সায়ণ একটি দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করেছেন। এই ভূমিকাটাই 'ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকা' বা 'ঋগ্বেদভাষ্য-উপক্রমণিকা' নামে প্রসিদ্ধ। এসো, এখন আমরা সেই ভূমিকায় যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তা একে একে বোঝার চেষ্টা করি। বিষয় সামান্য একটু দুরূহ হলেও অত্যন্ত সরস বলে তোমাদের কাছে ক্রমশই তা সহজসাধ্য হয়ে আসবে।

ভূমিকা অংশটি শুরু হয়েছে ছ'টি শ্লোক দিয়ে। প্রথমে সায়ণ যাঁর কৃপায় দেবতাদেরও সকল কামনা পূর্ণ হয় সেই হস্তিবদন গণেশকে প্রণাম জানাচ্ছেন—'ত্বং নমামি গজাননম্'। এর পর সকল জ্ঞানের যিনি উৎস, বেদ যাঁর নিঃশ্বাসস্বরূপ সেই মহেশ্বর অর্থাৎ মহান ঈশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করে তিনি বলেছেন—'তম্ অহং বন্দে বিদ্যাতীর্থং মহেশ্বরম্'। বিদ্যাতীর্থ আবার তাঁর গুরুরও নাম। তাই এই একই শ্লোকের মধ্য দিয়ে সায়ণ পরমেশ্বরকে এবং বেদবিদ্যা যাঁর মধ্যে সর্বদা নিঃশ্বাসের মতোই স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত সেই শিবকল্প আচার্যকে প্রণাম জানালেন। এরপর আগামী আলোচ্য বিষয়ের সূচনা ঘটিয়ে তিনি বলেছেন—যজ্ঞে যজুর্বেদের প্রাধান্য বলে আমি আগে যজুর্বেদের ব্যাখ্যা করেছি। এবার যজ্ঞে হোতা নামে ঋত্বিকের কর্তব্য কর্মগুলি বোঝার জন্য ঋগ্বেদ ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি। ঋগ্বেদের সংহিতায় মোট ৬৪টি অধ্যায় আছে। তার মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের মন্ত্রগুলিকে আমি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করবো। করবো সম্প্রদায় অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের যে পরম্পরা চলে এসেছে সেই ঐতিহ্য অনুযায়ীই। তিনি বুদ্ধিমান্ তিনি তার সাহায্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করে অন্য সব অধ্যায়ের মন্ত্রগুলিকেও গভীরভাবে বুঝতে সমর্থ হবেন।

❑ সায়ণাচার্যকৃত ঋগ্বেদভূমিকা :

• ৭.৩.১ ঋগ্বেদ অভ্যর্হিত, অথচ যজুর্বেদের প্রথমে ব্যাখ্যার কারণ :

প্রস্তাবনামূলক প্রারম্ভিক শ্লোকগুলি শেষ করার পর এবার সায়ণ তাঁর মূল বক্তব্যের মধ্যে প্রবেশ করছেন। প্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কেন তিনি যজুর্বেদের ব্যাখ্যা আগে করলেন। প্রথমে পূর্বপক্ষ বা কল্পিত বিপক্ষের যুক্তিগুলি তুলে তারপর এই বিষয়ে উত্তরপক্ষ বা স্বপক্ষের মতের কথা তিনি বলবেন। বিপক্ষের মতগুলি হল—

[১] 'অভ্যর্হিতং পূর্বম্'—যা পূজ্য বা প্রধান তাকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া উচিত। এটিই নিয়ম, এটিই শিষ্টাচার। যেহেতু সর্বত্র ঋগ্বেদের স্থান সর্বাগ্রে তাই তার ব্যাখ্যাই তো প্রথমে করা উচিত ছিল। "তস্মাদ্ যজ্ঞাত্ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি

Scanned with CamScanner

জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্ তস্মাদ্ অজায়ত।।" (ঋ. ১০/৯০/৯)—এই মন্ত্রে দেখা যাচ্ছে তিনি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদের নামই প্রথমে উল্লেখ করেছেন। মন্ত্রের যজ্ঞ = যজনীয়, যজ্ঞের উপযুক্ত দেবতা। 'সর্বহুতঃ' মানে সকল জনের নিকট হতে আহুতিপ্রাপ্ত। সর্বহুত শব্দের পঞ্চমীর একবচনের রূপ। জজ্ঞিরে = জন্ + লিট্ প্রথম পুরুষ বহুবচন ; জন্মেছিল, উৎপন্ন হয়েছিল। মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে—সেই সর্বজনবন্দিত পরম পুরুষের নিকট হতে ঋক্, সাম ইত্যাদি উৎপন্ন হয়েছিল। যদিও যজ্ঞে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি নিবেদন করা হয়, তবুও সেই সব দেবতা পরমেশ্বরেরই বিভিন্ন রূপভেদ মাত্র। 'ইন্দ্রং মিত্রং....একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যাগ্নিং' (ঋ. ১/১৬৪/৪৬) মন্ত্রে তাই বলা হয়েছে—আদিত্যকেই ঋষিরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি দ্যুলোকস্থিত রসহরণকারী সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট বা সুসঞ্চরণশীল সূর্য বলে অভিহিত করেন। মেধাবী ঋষিরা একই সত্তাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা (= বায়ু) ইত্যাদি নানা নামে বর্ণনা করে থাকেন।

[২] দ্বিতীয়ত, যজ্ঞের অঙ্গগুলিকে সুদৃঢ় করে তোলে ঋগ্বেদেই—'যদ্ বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুরা ক্রিয়তে শিথিলং তদ্, যদ্ ঋচা তদ্ দৃঢ়ম্' (তৈ. স. ৬/৫/১০/৩)—সামবেদ ও যজুর্বেদ দিয়ে যজ্ঞের যে যে অঙ্গ প্রস্তুত হয় তা শিথিল, কিন্তু ঋগ্বেদ দিয়ে যে অঙ্গ নির্মাণ করা হয় তা হয় দৃঢ়।

[৩] অন্যান্য সকল বেদই ঋগ্বেদকে মান্য করে। সকল বেদেরই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি নিজ নিজ মতের সমর্থনে 'তদ্ এতদ্ ঋচাভ্যুক্তম্'—এই সেই কথা যা ঋগ্বেদেও বলা আছে—এই কথা বলে ঋগ্বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করে থাকে।

[৪] সামবেদের সব মন্ত্রই ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া। যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদেরও অনেক মন্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে ঋগ্বেদ থেকেই। অন্যান্য সব বেদই তাই ঋগ্বেদের কাছে ঋণী।

[৫] উপনিষদ্গুলিতেও যখনই বেদের প্রসঙ্গ এসেছে তখনই ঋগ্বেদের নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন "ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ' (মু. উ. ১/১/৫), "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদম্ আথর্বণং চতুর্থম্" (ছা. উ. ৭/১/২) অতএব ঋগ্বেদেই আগে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল।

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সায়ণ কিন্তু বলেছেন—

[১] বেদের ব্যাখ্যা করার বা অর্থ জানার প্রয়োজনীয়তা যজ্ঞের অনুষ্ঠানেরই জন্য। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিন্তু ঋগ্বেদের নয়, যজুর্বেদেরই প্রাধান্য। এই প্রাধান্যের কথা ঋগ্বেদ নিজেই মেনে নিয়েছে। সেখানে একটি মন্ত্রে তাই বলা হয়েছে, "ঋচাং ত্বঃ পোষম্ আস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু। ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ।।" (১০/৭১/১১)। এই মন্ত্রে 'ত্ব' এই সর্বনাম শব্দের অর্থ একজন। যজ্ঞে পুষ্টিসম্পাদনকারী হোতা নামে এক ঋত্বিক্ ঋকমন্ত্রের পুষ্টিসাধন করছেন অর্থাৎ গ্রন্থের মধ্যে ইতস্তত অবস্থিত মন্ত্রগুলিকে নির্বাচিত ও একত্রিত করে শাস্ত্রপাঠ করছেন। এই একত্রিত করাই এখানে পুষ্টিসাধন করা। অপর এক ঋত্বিক্ অর্থাৎ উদ্গাতা 'বিদা মঘবন্—' ইত্যাদি 'শক্করী' নামে কতকগুলি মন্ত্র 'গায়ত্র' নামে সুরে গাইছেন। এই মন্ত্রগুলি শুনে উদ্দীপ্ত হয়ে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করতে সমর্থ (√শক্) হয়েছিলেন বলে মন্ত্রের নামে শক্করী। অনুষ্ঠানে কারও কোনো ত্রুটি হলে (যাতে) তার প্রতিকারের উপায় (বিদ্যা) বলে দিচ্ছেন অপর এক ঋত্বিক্ ব্রহ্মা। এই ঋত্বিক্ যখন বলেন, 'ব্রাহ্মণ্ অপঃ প্রণেষ্যামি' (ব্রহ্মা, আমি 'প্রণীতা' নামে পাত্রের জল পূর্ব দিকে নিয়ে যাব) তখন ব্রহ্মা তাঁকে অনুমতি দিয়ে বলেন, ওঁ প্রণয়, তাঁ নিয়ে যাও। মন্ত্রের চতুর্থ চরণে বলা হচ্ছে, অন্য এক ঋত্বিক্ অর্থাৎ অধ্বর্যু যজ্ঞের মাত্রা

Scanned with CamScanner

বা শরীর বিশেষভাবে নির্মাণ করছেন। যজ্ঞের মূল দেহ যে তিনিই নির্মাণ করেন, অধিকাংশ মূল কাজ যে তিনিই করেন তা তাঁর নামের নির্বাচন বা গূঢ় অর্থ থেকেও বোঝা যায়। অধ্বরয়ু > অধ্বর্যু। অধ্বর যা যজ্ঞকে পূর্ণতার সঙ্গে যিনি যুক্ত করেন, যিনি যজ্ঞের মূল নাটক। তিনি যজুর্বেদের মন্ত্র পাঠ করেন।

[২] আচার্য যাস্ক তাঁর নিরুক্তগ্রন্থে বলেছেন, 'যজুর্যজতেঃ' অর্থাৎ যজ্-ধাতু থেকে যজুস্ শব্দ উৎপন্ন। যজনকর্মের বা যাগের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত বলেই যজুর্বেদের নাম যজুঃ। যজ্ঞের মূল কর্ম নির্বাহিত হয় যজুর্বেদের মন্ত্রের দ্বারা। স্তোত্র (গান) এবং শস্ত্র (মন্ত্রপাঠ) এই দুই অঙ্গ নিষ্পন্ন হয় যথাক্রমে সামবেদ ও ঋগ্বেদ দ্বারা। এই কারণেই আমি ঋগ্বেদ অভ্যর্হিত বা পূজা হওয়া সত্ত্বেও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে যজুর্বেদই আগে ব্যাখ্যা করেছি, অন্যায় কিছু করিনি।

CS Scanned with CamScanner

এই ভাবে সায়ণাচার্য় পূর্বপক্ষের প্রবলযুক্তিকে নিজের প্রবলতর যুক্তির দ্বারা প্রতিহত করে বেদব্যখ্যানকালে যজুর্বেদের প্রাথম্যতা নির্দিষ্ট করেছেন|